প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ সম্প্রদায় কয়টি ও কি কি?

উঃ বৌদ্ধ সম্প্রদায় দুটি - (১) হীনযান ও (২) মহাযান।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় কয়টি ও কি কি?

উঃ বৌদ্ধ-দার্শনিক সম্প্রদায় চারটি। - (১) মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী (২) যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী ৩) সৌত্রান্তিক ও ৪) বৈভাষিক।

প্রঃ ▶▶ 'যান' শব্দের অর্থ কি?

উঃ বৌদ্ধমতে 'যান' শব্দের অর্থ হল পথ।

প্রঃ ▶▶ 'হীনযান' শব্দের অর্থ কি?

উঃ 'হীন' শব্দের অর্থ হল নিচু এবং 'যান' শব্দের অর্থ হল পথ। সুতরাং 'হীনযান' শব্দের অর্থ হল নীচুপথ।

প্রঃ ▶▶ 'মহাযান' শব্দের অর্থ কি?

উঃ 'মহা' শব্দের অর্থ হল প্রশস্ত এবং 'যান' শব্দের অর্থ হল পথ। সুতরাং মহাযান শব্দের অর্থ হল প্রশস্ত পথ।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ দর্শনে কটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে?

উঃ বৌদ্ধ দর্শনে চারটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ কার্য-কারণ তত্ত্বের নাম কি?

উঃ বৌদ্ধ কার্য-কারণ তত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধমতে পরম পুরুষার্থ কি?

উঃ বৌদ্ধমতে পরম পুরুষার্থ হল মোক্ষ বা মুক্তি বা নির্বাণ।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধমতে নির্বান কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ বৌদ্ধমতে নির্বান দুই প্রকার ১) জীবন্মুক্তি ২) বিদেহমুক্তি।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধমতে 'অবিদ্যা' কি?

উঃ বৌদ্ধমতে অবিদ্যা হল মিথ্যা জ্ঞান।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধমতে, নির্বান কি?

উঃ বৌদ্ধমতে নির্বান হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধমতে 'ষড়ায়তন' কি?

উঃ বৌদ্ধদর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে ষড়ায়তন বলা হয়।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▸▸ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' শব্দের অর্থ কি?

উঃ বৌদ্ধমতে, প্রতীত্য শব্দের অর্থ প্রাপ্ত হওয়া এবং 'সমুৎপাদ' শব্দের অর্থ উৎপত্তি। অতএব 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' শব্দের অর্থ কোন কিছুকে অবলম্বন করে অপর বস্তুর উৎপত্তি।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধমতে, সংস্কারের কারণ কি?

উঃ বৌদ্ধমতে, সংস্কারের কারণ হল অবিদ্যা।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধদর্শনে নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে?

উঃ না, বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে বস্তু মাত্র-ই ক্ষণিক বা অনিত্য।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধদর্শনে সন্তান বা ক্ষণ বলতে কি বোঝায়?

উঃ বৌদ্ধমতে স্থিররূপে প্রতিভাত বস্তু অসংখ্য সদৃশ ক্ষণিক অবস্থার প্রবাহ। এই প্রবাহকেই বৌদ্ধদর্শনে সন্তান বা ক্ষণ বলা হয়েছে।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা স্বীকার করা হয়েছে?

উঃ হ্যাঁ, বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা স্বীকার করা হয়েছে।

প্রঃ ▸▸ স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করেও কোন সম্প্রদায় মৃত্যুর পর জন্ম স্বীকার করেন? (২০০৪)

উঃ বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করেও মৃত্যুর পর জন্ম স্বীকার করেন।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধমতে, আত্মা নিত্য না অনিত্য?

উঃ বৌদ্ধমতে আত্মা অনিত্য।

প্রঃ ▸▸ 'আত্মা' সম্পর্কে বৌদ্ধদের মতবাদের নাম কি?

উঃ আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধদের মতবাদের নাম নৈরাত্মবাদ।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধদর্শনে বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়?

উঃ বৌদ্ধদর্শনে প্রাথমিক চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়েছে।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধমতে, বিজ্ঞান বা চেতনার কারণ কি?

উঃ বুদ্ধদেবের মতে, বিজ্ঞান বা চেতনার কারণ হল সংস্কার।

প্রঃ ▸▸ কোন বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না?

উঃ শূন্যবাদী বা মাধ্যমিক বৌদ্ধদার্শনিকগণ বাহ্য ও আন্তর কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধ দর্শনে 'সৎ' এর লক্ষণ কি?

উঃ বৌদ্ধমতে 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব' হল সৎ এর লক্ষণ।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▸▸ কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় কেবল চেতনা বা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন?

উঃ বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচারবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কেবল বিজ্ঞান বা চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধমতে 'কুর্বদ্রূপতা' কি?

উঃ বৌদ্ধমতে সহকারী কারণযুক্ত হয়ে কারণ যখন অতিশয়ের অধিকারী হয়ে কার্য উৎপন্ন করে, তখন ঐ কারণকে কুর্বদ্রাপতা বলা হয়।

প্রঃ ▸▸ কোন বৌদ্ধদার্শনিক সম্প্রদায়কে বাহ্যানুমেয়বাদী বলা হয়?

উঃ সৌত্রান্তিক বৌদ্ধদার্শনিক সম্প্রদায়কে বাহ্যানুমেয়বাদী বলা হয়।

প্রঃ ▸▸ কোন বৌদ্ধদার্শনিক সম্প্রদায়কে বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী বলা হয়?

উঃ বৈভাষিক বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়কে বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী বলা হয়।

প্রঃ ▸▸ সর্বাস্তিবাদী কাদের কে বলা হয়?

উঃ সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক উভয় বৌদ্ধদার্শনিক সম্প্রদায়কে সর্বাস্তিবাদী বলা হয়।

প্রঃ ▸▸ গ্রীক রাজা মিলিন্দা কার কাছে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে অবগত হন?

উঃ গ্রীক রাজা মিলিন্দা বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের কাছে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে অবগত হন।

প্রঃ ▸▸ নাগসেনের মতে, আত্মা কি?

উঃ বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের মতে, আত্মা হল বিভিন্ন অবস্থার সংঘাত বা সমষ্টি।

প্রঃ ▸▸ দুটি প্রমাণ স্বীকারকারী দার্শনিক কারা? ক. বি. ২০১০

উঃ বৌদ্ধ দর্শনে দুটি প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। যথাক্রমে - ১) প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

১ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর (দুই অথবা তিন বাক্যে লেখ)

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদ কি?

উঃ বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদই পরবর্তীকালে ক্ষণিকত্ববাদ বা ক্ষণভঙ্গবাদে রূপান্তরিত হয়। ক্ষণভঙ্গবাদে বলা হয় জগতের প্রতিটি বস্তু এক ক্ষণের জন্য স্থায়ী, কোন বস্তু এক ক্ষণের বেশী থাকে না। প্রতিটি ক্ষণের বস্তু পরক্ষণের বস্তুকে উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয়। প্রতিক্ষণের বস্তুতে সামান্যলক্ষণ বলে কিছু নেই, আছে কেবল স্বলক্ষণ।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ মতে সৎবস্তু কাকে বলে?

উঃ নব্য বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে - 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব লক্ষণম্ সৎ'। যে বস্তু কার্য উৎপন্ন করতে পারে তাই সৎ, আর যে বস্তু তা পারে না তা অসৎ। আকাশ কুসুম, বন্ধ্যা পুত্র প্রভৃতি অসৎ, কেননা এগুলি কোন কার্য উৎপন্ন করতে পারে না।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধমতে, কুর্বদ্রূপতা কি?

উঃ বৌদ্ধমতে কার্য উৎপাদনের সমর্থ বস্তুই সৎ, তবে সব কারণ-ই কার্য উৎপন্ন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সহকারী কারণযুক্ত হয়ে কারণ যখন অতিশয়ের অধিকারী হয় তখনই তা অর্থক্রিয়াকারী বা কার্য-উৎপাদনে সমর্থ হয়। এইরূপ কারণকেই বৌদ্ধদর্শনে কুর্বদ্রূপতা বলা হয়।

প্রঃ ▶▶ হীনযানদের সঙ্গে মহাযানদের মত পার্থক্য কোন কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে?

উঃ হীনযানদের সঙ্গে মহাযানদের মত পার্থক্য চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সেগুলি হল ঃ ১) অধিবিদ্যা সংক্রান্ত২) নৈতিক নীতি সংক্রান্ত ৩) নির্বান সংক্রান্ত ও ৪) বুদ্ধের পদমর্যাদা সংক্রান্ত।

প্রঃ ▶▶ নির্বাণ সম্পর্কে বৌদ্ধদের বক্তব্য কি?

উঃ 'নির্বাণ' সম্পর্কে বৌদ্ধদের চারটি ভিন্ন মত আছে। ১) নির্বাণ হচ্ছেঅবলুপ্তি ২) নির্বাণ হচ্ছে শাশ্বত আনন্দময় অবস্থা ৩) নির্বাণ হচ্ছে শাশ্বত অপরিবর্তনীয় অবস্থা ৪) নির্বাণ অবর্ণনীয় অবস্থা।

প্রঃ ▶▶ অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রজ্ঞা-শীল ও সমাধি বলা হয় কেন?

উঃ প্রজ্ঞা বলতে বোঝায় যথার্থ জ্ঞান। শীল বলতে বোঝায় সদাচরণ এবং সমাধি বলতে বোঝায় ধ্যান। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক স্মৃতি হল যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা। সম্যক সমাধি হল ধ্যান আর বাকী অঙ্গগুলিকে বলা হয় শীল। সেইজন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে প্রজ্ঞা-শীল ও সমাধি বলা হয়।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ➤➤ বুদ্ধদেবকে 'জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী' বলা হয় কেন?

উঃ দুঃখ থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য বুদ্ধদেব জ্ঞান মার্গ ও কর্মমার্গের সমন্বয় সাধন করেন বলে বুদ্ধদেবকে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী বলা হয়।

প্রঃ ➤➤ বৌদ্ধ দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি কি কি?

উঃ বৌদ্ধ দর্শনের চারটি মূল তত্ত্ব আছে – ১) প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব ২) কর্মবাদ ৩) অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকত্ববাদ ৪) নৈরাত্ম্যবাদ।

প্রঃ ➤➤ বৌদ্ধ চিন্তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল - ক) দুঃখবাদ খ) বাস্তববাদ গ) প্রয়োগবাদ ঘ) অজ্ঞেয়বাদ ঙ) আভাসবাদ।

প্রঃ ➤➤ বৌদ্ধমতে কর্মফল কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ বৌদ্ধমতে কর্ম অনুসারে কর্মফল চার প্রকার ১) ভাল কর্মের ফল ভাল ২) মন্দ কর্মের ফল মন্দ ৩) আংশিক ভাল ও আংশিক মন্দ কর্মের ফল আংশিক ভাল-মন্দ ৪) ভাল ও নয়, আবার মন্দ নয় - এইরূপ কর্মের কোন ফল হয় না। প্রথম তিন প্রকার কর্ম - সকাম কর্ম এবং চতুর্থ প্রকার কর্ম নিষ্কাম কর্ম।

প্রঃ ➤➤ বৌদ্ধমতে আর্যসত্য কটি ও কি কি?

উঃ বৌদ্ধমতে আর্যসত্য হল চারটি, যথাক্রমে ১) জগৎ দুঃখময় ২) দুঃখের কারণ আছে ৩) দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং ৪) দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে।

প্রঃ ➤➤ বৌদ্ধমতে ভবচক্র কি ? (২০০৪) বা দ্বাদশ নিদান কি?

উঃ বৌদ্ধ দর্শনে দ্বিতীয় আর্যসত্যে বলা হয়েছে দুঃখের কারণ আছে এবং এই কারণ একটি নয়। ইহা হল একটি কারণ শৃঙ্খল যেখানে বারোটি কারণ চক্রাকারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে আবর্তিত। চক্রাকারে আবর্তিত এই কারণ শৃঙ্খলকেই বলা হয় ভবচক্র। আবার এই শৃঙ্খলে বারোটি কারণ থাকায় এই কারণ শৃঙ্খলকে দ্বাদশ নিদান ও বলা হয়।

প্রঃ ➤➤ বৌদ্ধমতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি? মার্গগুলি লেখ।

উঃ বৌদ্ধমতে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হল আটটি পথ বা মার্গ অনুসরণ করা। এই আটটি মার্গকে একত্রে বলা হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। মার্গগুলি হল - ১) সৎ দৃষ্টি, ২) সৎ সংকল্প, ৩) সৎ বাক, ৪) সৎ কর্ম, ৫) সৎ আজীব, ৬) সৎ বা সম্যক অনুশীলন বা ব্যায়াম, ৭) সম্যক স্মৃতি ও ৮) সম্যক সমাধি।

প্রঃ ➤➤ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম কি? তার কটি অংশ আছে এবং কি কি?

উঃ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক যা তিনটি পিটকের সমাহার। এই তিনটি পিটক হল - ১) সূত্রপিটক, ২) বিনয়পিটক ও ৩) অভিধর্ম পিটক।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধ দর্শনে কটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং কি কি?

উঃ বৌদ্ধ দর্শনে চারটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে - ১) প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব ২) কর্মবাদ ৩) অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকত্ববাদ ও ৪) নৈরাত্মবাদ।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধ মতে প্রত্যভিজ্ঞা কি?

উঃ বৌদ্ধ মতে, প্রত্যভিজ্ঞা হল এক প্রকার ভ্রান্ত জ্ঞান। বৌদ্ধ মতে দুটি ভিন্ন ক্ষণে দুটি সদৃশ বস্তু উৎপন্ন হয়, কিন্তু তারা অভিন্ন নয়। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞায় উক্ত সদৃশ বস্তু দুটিকে অভিন্ন বলে মনে করি যা যথার্থ জ্ঞান নয়, ভ্রান্ত জ্ঞান।

প্রঃ ▸▸ কার্য-কারণ সম্পর্কে বৌদ্ধদের বক্তব্য কি?

উঃ বৌদ্ধদের মতে কারণের মধ্যে কার্য সুপ্ত অবস্থান থাকে কার্যে তা ব্যক্ত হয় এজন্য তাঁরা সৎ কার্যবাদী। তবে কার্য কারণ সম্পর্কে তারা যান্ত্রিকতাবাদকে সমর্থন করেন, কোন নিমিত্ত কারণ স্বীকার করেন না। তাঁদের কার্য-কারণ তত্ত্বকে বলা হয় প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধমতে কর্ম কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ বৌদ্ধমতে কর্ম প্রথমত দুই প্রকার - ১) নিষ্কাম কর্ম ও ২) সকাম কর্ম। সকাম কর্ম আবার বিভিন্ন প্রকার যথা - ১) অনারব্ধ কর্ম, ২) প্রারব্ধ কর্ম, ৩) সঞ্চিত কর্ম ও ৪) সঞ্চীয়মান কর্ম।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধমতে 'সন্তান' বা 'ক্ষণ' কি?

উঃ বৌদ্ধমতে স্থির ও নিশ্চলরূপে প্রতিভাত বস্তু অসংখ্য সদৃশ ক্ষণিক অবস্থার প্রবাহ মাত্র। এই প্রবাহকে বৌদ্ধদর্শনে 'সন্তান', 'সন্ততি' বা 'ক্ষণ' বলা হয়েছে।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধদর্শনে 'ভাবনা - চতুষ্টয়' কি?

উঃ বুদ্ধদেব উপদিষ্ট চারটি প্রধান তত্ত্ব হল ঃ- ১) সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং ২) সর্বং দুঃখং দুঃখং ৩) সর্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং ও ৪) সর্বং শূন্যং শূন্যং এই চারটি তত্ত্বকে একত্রে ভাবনা চতুষ্টয় বলা হয়।

প্রঃ ▸▸ 'আত্মা' সম্পর্কে বৌদ্ধদের বক্তব্য কি?

উঃ বৌদ্ধগণ স্থায়ী নিত্যসত্তারূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান ক্ষণিক চেতনা বা বিজ্ঞান ধরাকেই বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধদের মতবাদ নৈরাত্মবাদ নামে পরিচিত।

প্রঃ ▸▸ বৌদ্ধগণ স্থায়ী আত্মা স্বীকার না করে স্মৃতির কিরূপ ব্যাখ্যা দেন?

উঃ বৌদ্ধ মতে, প্রতিক্ষণে সদৃশ আত্মা যেমন উৎপন্ন হয় সেইরূপ পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্ষণের উৎপন্ন আত্মাতে সঞ্চারিত হয় এবং প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। যখন অনুকূল পরিবেশ পায় তখন তা প্রকট হয়ে ওঠে। এই অবস্থাকে স্মৃতি বলা হয়।

Scanned with CamScanner

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ দর্শনে কি পরজন্ম স্বীকার করা হয়েছে?

উঃ বৌদ্ধ দর্শনে পরজন্ম স্বীকার করা হয়েছে। বৌদ্ধ মতে প্রতি মুহূর্তে দেহের সঙ্গে আত্মাও পরিবর্তনশীল। মৃত্যু বলতে বোঝায় দেহের সমাপ্তি কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আত্মার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন উৎপন্ন আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে। একে বলা হয় পরজন্ম বা পুনর্জন্ম। যেমন একটি মোমবাতি শিখা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে পুরনো মোমবাতি গলে শেষ হলে নতুন মোমবাতিতে তা নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। শিখার মত আত্মার এই নতুন অবস্থাকে বলা হয় পরজন্ম বা পুনর্জন্ম।

প্রঃ ▶▶ বৈভাষিক মতে, স্ব-লক্ষণ কি?

উঃ বৈভাষিক মতে, যে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ তার নিজের মধ্যে থাকে অর্থাৎ যে পদার্থ নিজেই নিজের লক্ষণ হয়, তাকে স্ব-লক্ষণ বলে। প্রতিটি স্ব-লক্ষণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধমতে জীব কি? জীবের কটি অংশ আছে এবং কি কি?

উঃ বৌদ্ধমতে জীব হল পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি বা সমাহার। এই পাঁচটি স্কন্ধ হল – ১) রূপ, ২) বেদনা ৩) সংজ্ঞা ৪) সংস্কার ও ৫) বিজ্ঞান। রূপ হল জড়দেহ আর বাকী পাঁচটি স্কন্ধকে বলা হয় নাম। এই নাম রূপ সংঘাতই জীব।

প্রঃ ▶▶ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কটি শ্রেণীতে বিভাজিত এবং কি কি?

উঃ বৌদ্ধগণ চারটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। এগুলি হলঃ-

১) মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী।

২) যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী।

৩) সোত্রান্তিক বা বাহ্যানুমেয়বাদী। এবং

৪) বৈভাষিক বা বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী।

প্রঃ ▶▶ বৈভাষিক মতে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ বৈভাষিক মতে, কোন এক বিশেষ ক্ষণে কোন একটি স্বলক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হলে ঐ স্বলক্ষণের যে যথার্থ ও অবিকৃত রূপ সম্বন্ধে আমাদের যে চেতনা উৎপন্ন হয়, তাকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলে, আর নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পর আমাদের মন যখন ঐ সংবেদ্য স্ব-লক্ষণে জাতি, গুণ, রূপ, নাম এর কল্পনা আরোপ করে, তখন আমরা বিশেষ বিশেষ বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করি, এইরূপ প্রত্যক্ষকে বলা হয় সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে স্বলক্ষণ নিজ বৈশিষ্ট্যে ধরা দেয় যেখানে তা সবিকল্পক প্রত্যক্ষে নিজ বৈশিষ্ট্যে বিরাজ করে না।

Scanned with CamScanner

৬) সৌতান্তিক মতে, বিষয় জ্ঞান কোন কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল ?

উঃ- সৌত্রান্তিক মতে, বিষয়জ্ঞান চারটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। (১) আলম্বন (২) সমন্তর (৩) অধিপতি ও (৪) সহকারী।

প্রঃ ⏩ 'সর্বাস্তিবাদী' কাদের বলা হয় ?

উঃ সৌত্রান্তিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ বাহ্য ও আন্তর সকল বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাই তাঁদেরকে সর্বাস্তিবাদী বলা হয়।

প্রঃ ⏩ সৌত্রান্তিকদের বাহ্যানুমেয়বাদী বলা হয় কেন ?

উঃ সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের মতে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না। কেবল অনুমানের সাহায্যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব জানা যায়। এজন্য সৌত্রান্তিবাদের বাহ্যানুমেয়বাদী বলা হয়।

প্রঃ ⏩ বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী কাদের বলা হয় এবং কেন ?

উঃ বৈভাষিক সম্প্রদায়কে বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী বলা হয় কেননা বৈভাষিকগণ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মনে করেন যে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায়।

প্রঃ ⏩ বৌদ্ধগণ কটি প্রমাণ স্বীকার করেন এবং কি কি ?

উঃ বৌদ্ধগণ দুটি প্রমাণ স্বীকার করেন - ১) প্রত্যক্ষ ও ২) অনুমান।

Scanned with CamScanner